দৈনিক খবর

173

তারিখ 28 JUL
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ডাকসুতে অশনি সংকেতের পদধ্বনি

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কি ভেঙে

|| দীপক ভৌমিক ||

'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'–একটা ঐতিহ্যময় ইতিহাস, ব্যতিক্রমধর্মী এক অসম সাহসী সংগ্রামী সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ জোট। বাংলাদেশের ছাত্র–রাজনীতির ইতিহাসের জ্বাজ্জল্যমান প্রদীপিত সূর্য। সব অসুন্দরের বিরুদ্ধে দ্রোহী জাতকের মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুর্বার আন্দোলন: প্রায় এক যুগ ধরে নানা টানাপোড়েনে, চড়াই–উৎরায়ে বন্ধুর পথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, একে অপরের হাত ধরে সহযোগী যোদ্ধার মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দীপ্ত পদক্ষেপে। ১৬টা ছাত্র সংগঠনের বলিষ্ঠ এক ঐক্যবদ্ধ জোট ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত এই ১৬টি ছাত্র সংগঠন বিগত আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে অনেক বাধা বিপত্তি, বাদ–বিসংবাদ এড়িয়েও ছাত্র

বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্পর্কে ডাকসু সহ–সভাপতির বক্তব্যের পর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্য নেতৃবৃন্দ বলেন; এখানে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়নের প্রশ্নটি টেনে আনা ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে তারা যুক্তি দেখান ন্যূনতম দফার ভিত্তিতে ভিন্ন মত ও আদর্শের সংগঠন নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে সব কিছু করা উচিত। তাই এককভাবে ছবি টানানো ঠিক হয়নি। এতে ছবি টানানোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে এবং শহীদ মিনারে ছবি টানানো নিয়ে যে সব দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

ডাকসু–র সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন বলেছেন–'ডাকসুতে শেখ মুজিবের ছবি তোলাটাই অপ্রয়োজনীয়। কারণ ছবি তোলার বিষয়টা সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে একটি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কাজ। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংগ্রাম পরিষদের ভেতরে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে এ কাজের কোনো মিল নেই।'

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা এবং জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ছবি অনাকাংখিত বিতর্কে আসুক, এটা আমরা চাই না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হচ্ছে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠনসমূহের আন্দোলনের ফোরাম। এখানে আমরা যে সব বিষয়ে একমত পোষণ করি তার বাইরে কোন বিষয় আমাদের মাঝে আসুক এটা আমাদের কাম্য নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ছবির বিষয়ে আমাদের মূল্যায়ন হলো, শুধু ছবি টানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতেহবে।'

'এভাবে বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে অযাচিত বাড়াবাড়ি শুভবুদ্ধির লক্ষণ নয় এবং এই ছবিকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে ঐক্য বিনষ্টের পাঁয়তারা চলছে। এখন ছাত্র সমাজ চায় আন্দোলন। আমাদের ছবি নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াউচিত।'

বাংলাদেশ ছাত্র–মৈত্রীর সভাপতি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট নেতা জহির উদ্দীন স্বপন বলেন, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে কোনো নেতার ছবি টানানো উচিত নয়। আমরা এতদিন এটা বজায় রেখেছি, ভবিষ্যতেও রাখবো। কিন্তু আমাদের এই বক্তব্য না বুঝে আমাদেরকে মুজিব বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে। শেখ মুজিবকে আমরা শত্রু মনে করি না। অতএব, মুজিব–বিদ্বেষী হিসেবে আমাদেরকে চিত্রিত করা ঠিক হচ্ছে না। আসলে আমরা বলতে চাচ্ছি একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতার ছবি টানানোর মধ্যদিয়ে সংগ্রাম পরিষদের নীতিমালা ভঙ্গ করে সেই নেতাকে অশ্রদ্ধা করা হচ্ছে।'

'বর্তমানে ডাকসু সংগ্রাম পরিষদ নীতিমালার একটি অংশ। আমরা এখন যে সংকটে আছি আলোচনার মাধ্যমে এই সংকট উত্তরণে আমরা আশাবাদী।'

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি যাদুঘর মিলনায়তনে প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতিন বিরচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী' বইটির প্রকাশনা উৎসবের এক বক্তৃতায় বলেন, 'যারা বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানোর ব্যাপারে আপত্তি করবে তারা ইয়াহিয়ার

পরিপন্থী।' যেহেতু আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্যানেলে ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছি, সুতরাং ডাকসু'র সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিষদের নীতিমালা ও আচরণবিধি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।'

'ডাকসু ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে কোন আলোচনা ছাড়াই ছবি টানানো হয়েছে। আমরা এ কাজটাকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে মনে করি।'

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি

ডাকসুর ভিপি'র চেম্বারে টানানো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ছবি

মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া ছবি টানানো ঠিক হয়নি। যেহেতু বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত ইস্যুতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায় না। ডাকসু কার্যালয়ে ছবি টানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বিতর্কসহ বঙ্গবন্ধুর ছবি ডাকসু কার্যালয়ে থাকুক, আমরা তা চাই না। আমরা মনে করি, ডাকসু কার্যালয় থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেললেই আমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যাবে না। সে কারণেই আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে এবং সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য ও সমঝোতার স্বার্থে ডাকসু কার্যা... ছবিটি নামি... সংগ্রাম ... পট করতে হবে। নইলে পরিস্থিতি নেতৃবৃন্দের পক্ষে থাকবে বলে মনে হয় না।

পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছবির প্রশ্নে গড়ে উঠেনি, সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠেছে ১০ দফার ভিত্তিতে। আর ১০ দফায় ৭২–এর সংবিধানের কথা রয়েছে। কারণ ঐ সংবিধানের মাধ্যমেই এদেশে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। ঐ ৭২–এর সংবিধানেই বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগকে এক করে দেখলে ভুল করা হবে।'

তিনি বলেন, 'আমার কাছে স্বাধীনতা যেমন চিরঞ্জীব, তেমনি বঙ্গবন্ধুও চিরঞ্জীব। স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা চিন্তা করা যায় না। তাই আমি মনে করি, ডাকসুতে বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানো নিয়ে কোন সমস্যা থাকতে পারে না। শুধু ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করে নিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

তিনি বলেন, 'ছবি টানানোর ব্যাপারে আমার পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকতে পারে, আমি নিজেই তা স্বীকার করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে ফেলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কখনোই আমি ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করতে পারবো না। আমি যদ্দিন ডাকসুতে আছি, তদ্দিন বঙ্গবন্ধুরছবিথাকবেই।'

... মধ্যে আপোসের ...

ভাবগতিক দেখে একটা ব্যাপার বেশ আঁচ করা যাচ্ছে, আর সেটি হলো ছবি নামানো না হলে কোনো আপোসেই আসবে না সহযোগী সংগঠনগুলো। এদিকে সুলতানের আপোসহীন এবং অনমনীয় মনোভাব ব্যাপারটাকে ক্রমশঃই জটিল করে তুলছে। যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কঠিন প্রাচীরে ফাটল ধরেছে। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্যে বিরোধী দলগুলোসহ সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীর সিংহভাগ অখুশী হয়েছেন। একজন জাতীয় নেত্রীর তড়িঘড়ি করে এমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি বলে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা মনে করে।

সাম্প্রদায়িক শক্তি ও বিরোধী মৌলবাদী শক্তিগুলো যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, একের পর এক ঘটিয়ে চলেছে হত্যাকান্ড, দেশ যখন আন্দোলনহীন এবং এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ঠিক তখনই এমন এক অনভিপ্রেত বিতর্কের জন্ম দেয়া ছাত্রলীগ (সু–র) ঠিক হয়েছে বলে মনে করা যায় না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগাচ্ছে বিরোধী শিবিরগুলো। তারা ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিরুদ্ধে। এতে ছাত্র–ছাত্রীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এখনও যদি সুলতান নমনীয়ভাব প্রকাশ না করেন তাহলে তীরে এসে তরী ডুববে বলে মনে হয়। তার কারণ অনেক কষ্টে এ গাটছড়া বাঁধা। এখন যদি এ গাটছড়া ছিঁড়ে যায় অদূর ভবিষ্যতে এদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়বে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্থপতি। এটা সবাই প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও অলক্ষ্যে করে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সবারই পথ চলার পাথেয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন এ দেশের এগার কোটি জনতার বুক পকেটের গভীর নীচের নিবিড় অরণ্যে তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদ হয়ে। তাই বঙ্গবন্ধুর ছবি টানালেই কি আর না টানালেই কি? বরং এই যে ছবি টানানো নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছে ভেঙে যেতে চাচ্ছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাতেই বরঞ্চ বঙ্গবন্ধুকে জাতির কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

বিরোধী শিবিরগুলোর পথ পরিষ্কার করে দেয়া উচিত হবে না। একটা বিতর্কিত ইস্যুকে ঝুলিয়ে রেখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ ভুলই করছেন।

সুলতানের নমনীয়ভাব প্রদর্শন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। সর্বসম্মতিক্রমে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে খুব তাড়াতাড়ি আসা দরকার। আওয়ামী লীগ নেতারাও এ ব্যাপারে একটা দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। বৃহত্তর আন্দোলনের জন্যে, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে, ছাত্র সমাজের মুখের দিকে চেয়ে একটা গ্রহণযোগ্য মতামত তাঁর খুব শিগগির প্রকাশ করা দরকার। নইলে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে এই সর্বনাশা ঝড়ে ভেঙে যাবে সুখের প্রাসাদ, আমাদের সুখ নামের স্বর্ণমৃগ পালিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। আন্দোলন হয়ে পড়বে স্তিমিত।

সবাই এগিয়ে আসুন। আপোসের মাধ্যমে নমনীয় ভাব প্রদর্শন করে আলাপ–আলোচনার মধ্যদিয়ে এই বিতর্কিত ইস্যুর সমাধান করুন। দেশবাসী সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আপনাদের দিকে। যে অশনি সংকেতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তার ভীতি দূর হোক। আবার উজ্জীবিত হোক সবাই এদেশের মাটি–মানুষেরসংগ্রামে।

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র